জীবন বাঁচাতে যারা রক্তের যোগান দেন

মানুষকে ভালোবেসে যতগুলো ভাল কাজ করা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বেচ্ছায় রক্তদান। দিন দিন স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা বাড়ছে। এই সব রক্তদাতাদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করছেন মেহেরপুরের জুয়েল রানা, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশি, বিজনসহ কয়েকজন।

মেহেরপুরের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে গড়ে তোলা হয়েছে Blood donation group in meherpur নামের একটি গ্রুপ। প্রায় ১ হাজার সদস্য নিয়ে রক্তদান করে আসছে এই গ্রুপটি। ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে এদের কর্মকাণ্ড।

গ্রুপটি পরিচালনা করার জন্য অন্যদের মধ্যে আছে, জাহিদ ইসলাম দোলন, রাকিব ইসলাম, মিলন, লালন, রাজন, তানিম মোহাম্মদ তুহিন, হাসিবুল, বাপ্পি ও মোডারেটর হিসেবে আছে, অনিক ইসলাম, আসিফ ইসলাম, বাপ্পি, স্বাধীন।

নীরব-নিভৃতে আর্তমানবতার সেবায় মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে নিরলস কাজ করে চলেছে গ্রুপটি শরীরের রক্ত দিয়ে তারা অন্যের জীবন বাঁচাতে জাগরিত প্রাণ। সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন অভিনব এই ব্লাড ব্যাংক। অন্যের রক্ত যোগাড় করে দেওয়ায় যাদের কাজ। রক্ত কোন ব্যাগে ভরে রাখা হয় না, থাকে ডোনারের শরীরে। আর ডোনারের নাম, ঠিকানা, রক্তের গ্রুপ ও ফোন নম্বর লেখা থাকে রেজিষ্ট্রারে। প্রায়োজনেই স্থানীয় হাসপাতাল, ক্লিনিক গিয়ে বিনামূল্যে রক্ত দান করেন ডোনাররা।

গ্রুপের এ্যাডমিন জুয়েল রানা বলেন, আমাদের চারি পাশে বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। হটাৎ করে যদি কারও রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে সে সময় যদি রক্ত না পাওয়া যায় তাহলে সে মৃত্যুবরণ করতে পারে।বা কোন গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে রক্ত বেশি প্রয়োজন হয়। এসময় রক্ত পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এসব কথা মাথা রেখে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে রক্তদাতাদের নিয়ে একটি ফেসবুক গ্রুপ খোলার সিদ্ধান্ত নিই। যেখানে রক্তদাতাদের আমরা একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসবো। যাতে করে যেকোন সময় কোন রোগীর জন্য আমরা রক্ত জোগাড় করে দিতে পারি।

গ্রুপে পোস্ট দেওয়ার পর রক্ত না পাওয়া গেলে, তারা ডোনার লিস্ট থেকে ডোনারদের ফোন দিয়ে রক্তদানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইসব রক্তদানে রক্তদাতা ও রক্তগ্রহিতা উভয়েই আমাদের অপরিচিত। রোগীর রক্ত যোগাড়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন নেই।

আমাদের এখানে কেউ ছাত্র, কেউ চাকুরীজীবী, কেউবা বেকার, সবাই নিজের সময়, অর্থ ও শ্রম দিয়ে শুধু মাত্র আত্মতৃপ্তি আর মানবতার জন্য এই কাজ গুলো করে থাকি।

গ্রুপে মূল্য উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি জানান, মুলত রক্তের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের সাথে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের একটি সরাসরি সেতুবন্ধন করে দেয়াই এর কাজ! রক্তের জরুরি প্রয়োজনে কাউকে যেন দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক ছোঁটাছোটি করতে না হয়। অসহায় গরীব মানুষগুলোকে যেন উচ্চমূল্য দিয়ে রক্ত কিনতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই করে দেওয়া।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ডিজিটাল প্রাইমারি ইডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলের উদ্বোধন

মেহেরপুরে ডিজিটাল প্রাইমারি ইডুকেশন (DIGITAL PRIMARY EDUCATION, MEHERPUR) নামের ইউটিউব চ্যানেল এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আকরাক আল-হোসেন, জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা

অফিসার ফজলে রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন প্রমুখ।

মেপ্র/এনএফআর

গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসারের সাথে ওসির সৌজন্য সাক্ষাৎ

গাংনীতে সদ্য যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহি অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবায়দুর রহমান।

বুধবার বেলা বারোটার সময় উপজেলা নির্বাহি অফিসারের কার্যালয় এসে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে ফুল দিয়ে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান ওসি ওবায়দুর রহমান।

এসময় গাংনী উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গাংনী থানা পুলিশের ভূমিকা ও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ গাংনী উপজেলার উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় নতুন

ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনীতে নবাগত ইউএনও আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ যোগদান করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ।

সদ্য যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ সাতক্ষীরা কলারোয়া উপজেলার উপজেলা নির্বাহি অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ৩০ তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত। যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহি অফিসার কে গাংনী উপজেলা সর্বস্তরের জনগণ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের বরাবর বিএনপি’র স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুরে কৃষকদের সাথে ধান ক্রয় ও ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করতে জেলা বিএনপি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। বুধবার জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বরাবর এই স্মারকলিপি প্রাদন করেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। জেলা প্রশাসনের মিডিয়া সেল জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মরকলিপি গ্রহন করে।

পরে সাংবাদিকদের সাথে মাসুদ অরুন ব্রিফিং করেন, এসময় তিনি বলেন, করোনা সংকট জনিতকারণে বাংলাদেশের কৃষক এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন যাপন করছে। কৃষক নিদারুন কষ্টের মধ্যে কোন মতে ধান কাটা সম্পন্ন করেছে। উৎপাদন খরচের মধ্যে ধানের ন্যায্য ব্যবধান প্রতি মৌসুমেই কৃষকের জন্য এক নতুন সংকট তৈরি করে। ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষক ঋণে জর্জরিত হয়।

প্রতিবাদ করেও কোনরুপ প্রতিকার পায় না। গত বছর ধান ক্ষেতে আগুন

জ্বালিয়ে মনের ক্ষোভ প্রশমন করেছিল কৃষক। করোনা পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য সংকট তৈরি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। ন্যায্যমূল্য নরা পেয়ে কৃষক উৎপাদনের আগ্রহ হারালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। যার কারণে মানুষ না খেয়ে মরবে।

আমরা জাতীয়বাদী কৃষক দল মেহেরপুর জেলা শাখা মধ্যস্বত্ব ও সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে ধান ক্রয় না করে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে মূল্য নিশ্চিত করার জন্য আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের বুড়িপোতায় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আনসার শেখ
(৭৩) মৃত্যুবরণ করেছে। মঙ্গলবার রাত ৯ টায় নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্নালিল্লাহী রাজিউন)। আনসার শেখ সদর উপজেলা বুড়িপোতা গ্রামের মৃত কাফিল উদ্দিনের ছেলে।

মৃত কালে তিনি স্ত্রী , এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য সুনামগ্রাহী রেখে গেছেন । বুধবার সকাল ১০ টায় বুড়িপোতা ইদগাহ ময়দানে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। পরে বুড়িপোতা কবর স্থানে দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গার্ড অব অনার প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা জেলা কমান্ডার বশির আহমেদ, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ্জামানসহ তার পরিবারের লোকজন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে আরো দুজন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো দুজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: রফিকুল ইসলাম।

আক্রান্তরা হলেন,সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের নেছা খাতুন (৫০) ও শহরের কোর্ট পাড়ার মারফিয়া খাতুন (৫০)।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: রফিকুল ইসলাম জানান,করোনায় আক্রান্ত নেছা খাতুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। দুদিন আগে করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। এছাড়া শহরের কোর্ট পাড়ার মরফিয়া খাতুন তার নিজ বাড়িতে রয়েছেন সেখানে তার চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, মেহেরপুর জেলা থেকে ৫২ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুস্টিয়া ল্যাবে পাঠানো হয় সেখান থেকে দুজন করোনায় আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করা হয়। তিনি আরো জানান,মারফিয়া ও নেছা খাতুনের বাড়ি সহ পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে।

উল্লখ্য: মেহেরপুর জেলায় মোট করোনায় আক্রান্ত ৩২, সুস্থ্য ৭ ও মৃত্যু ২ জন।

মেহেরপুরে স্বাভাবিকভাবে আদালত

চালুর দাবিতে আইনজীবীদের মানববন্ধন

আগামি ১৫ জুন থেকে আদালত স্বাভাবিক ভাবে চালু করার দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন আইনজীবীরা।

মঙ্গলবার সকালে জেলা আইনজীবী সমিতি কার্যালয়ের সামনের সড়কে আইনজীবীরা এ কর্মসূচী পালন করেন।

জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে সাধারণ সম্পাদক অ্যাড, আবু সালেহ মো: নাসিম, সাবেক সভাপতি অ্যাড. রহমতুল্লাহ, অ্যাড. মোখলেসুর রহমান, অ্যাড. আনোয়ার হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আসাদুল আযম খোকন, অ্যাড. কামরুল হাসানসহ আইনজীবীরা অংশনেন।

মানববন্ধনে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ভার্চুয়াল কোর্টেও মাধ্যমে আদালত চালু রয়েছে। আমরা ওই পদ্ধতিকে আর না বাড়িয়ে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা মেনে আদালত চালু রাখার দাবি জানাচ্ছি।

তিনি আরো জানান, রংপুরের আইনজীবী আসাদুল হক হত্যা মামলার আসামিদেও দ্রুত আটক করায় রংপুরের পুলিশ সুপার ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত চার্জশিট প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের আওতায় আনারও দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টেও পাবলিক প্রমিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা ভার্চুয়াল কোর্টে সবাই অংশ নিচ্ছি। সরকার ও কোর্টের নির্দেশনের বাইেও আমরা কিছুই করছি না এবং তাদেও দাবির সাথেও আমরা একমত না।

মেহেরপুরের সড়কে মৃত্যুর মিছিল, গত ২০ দিনে ঝরেছে ৫টি প্রাণ

মেহেরপুরের সড়কে মৃত্যুর মিছিল যেন থামছেই না। মাঝে মধ্যেই ঘটছে প্রাণহানির ঘটনা। অবৈধ ইজিবাইক, মোটরসাইকেল ও পরিবহনে ঘটেছে এইসব দুর্ঘটনা। মেহেরপুর সদরে ২টি ও গাংনী উপজেলায় ৩টি সড়ক দুর্গটনায় প্রাণ গিয়েছে মোট ৫ জনের। সেই সাথে আহত হয়েছে কমপক্ষে অর্ধশত মানুুষ।

গত মে মাসে করোনার প্রাদুর্ভাবে অঘোষিত লকডাউন চলাকালিন সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে ৪ জন এবং ৯ জুন মঙ্গলবার শ্যামলী পরিবহনের ধাক্কায় প্রাণ হারাই আরও এক শিশু। বেপরোয়া গতি আর অবৈধ পরিবহনের লাগামহীন চলাচলের কারনেই এইসব দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে। তবে এইসব দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটলেও, দৃশ্যমান কোন শাস্তি পেতে দেখা যায়নি চালক বা পরিবহন মালিকদের।

১২ মে গাংনীর ফতাইপুরে ইজিবাইকের ধাক্কায় ফিরোজা খাতুন নামের এক গৃহধুর মৃত্যু হয়। একটি শিশুকে বাচাঁতে গিয়ে নিজে আর বাচতে পারেনি। অবৈধ ইজিবাইক তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। পরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

পরদিন ১৩ মে অবৈধ ইজিবাইকের ধাক্কায় জাকারিয়া(০৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়। সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। উজলপুর গ্রামের জিয়ারুলের ছেলে জাকারিয়া রাস্তা পার হওয়ার সময় নিয়ন্ত্রনহীন ইজিবাইক তাকে ধাক্কা দেয়।
একদিন পর ১৫ মে আবারও ট্রাক্টরের নিচে পড়ে জাহিদুল ইসলাম নামের একজন প্রাণ হারায়। মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটেছিল।

এ ঘটনার আরও একদিন পর ১৬ মে গাংনীর তেরাইল গ্রামে সাদিক হোসেন নামের এক শিশু মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়। সাদিক হোসেন একই গ্রামের সম্রাট আলীর ছেলে। রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুত গতি একটি মোটরসাইকেল কেড়ে নেয় তার প্রাণ।
৯ জুন মঙ্গলবার গাংনীর আকুবপুরে শ্যামলী পরিবহনের ধাক্কায় প্রাণ

হারায় খাদিজা খাতুন নামের এক শিশু।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এসব দুর্ঘটনায় নিহতের পরিবার থেকে কোন অভিযোগ করেনি। নিহতের পরিবারের অনুরোধে ময়না তদন্ত ছাড়াই মৃতদের দাফন করা হয়। তাই পুলিশ বাদি হয়ে মামলা করতে পারেনা।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, দুর্ঘটনা গুলোতে জিডি করেছে। কিন্তু পরে নিহতের পরিবার এবং দায়িরা নিজেরাই একটি মিমাংশা করে ফেলে। ফলে মামলা রেকর্ড হয়নি। এছাড়াও ময়না তদন্ত না করার জন্য পরিবারের অনুরোধ থাকে। এ জন্য আমরা নিজেরাও কিছু করতে পারিনা।

ট্রাফিক পরিদর্শক ইসমাইল হোসেন জানান, আমরা সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি। গত জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত ৫শ অবৈধ পরিবহনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এছাড়াও অবৈধ পরিবহন চালকদের সাথে মার্চ মাসে ৩শ টাকার স্ট্যাম্পে একটি চুক্তি সাক্ষর হয়। শর্ত অনুযায়ি এরা প্রধান সড়কে চলাচল করবে না। কিন্তু করোনা প্রাদুর্ভাবের কারনে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তারপরও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের নিজেদের সচেতন হতে হবে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সচেতনতা মূলক অভিযান

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে করোনা মোকাবেলায় সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে ।

মঙ্গলবার সকালে কোট মোড় এলাকায় এই প্রচারণা চালানো হয়।

সেই সাথে ইজিবাইক , রিক্সা , মোটরসাইকেল, সাধারণ পরিবহন গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশ অভিযান চালিয়েছে ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক সার্জেন্ট পবিত্র বিশ্বাস, এসআই আহসান হাবিব, আব্দুল লতিফ সহ জেলা পুলিশের কয়েকজন কনস্টেবল।

মেপ্র /এমএফআর